গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ
সাধারণ শাখা
www.mymensinghdiv.gov.bd

বিষয়: ময়মনসিংহ বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির অক্টোবর ২০২০ মাসের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ কামরুল হাসান এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ
সভার তারিখ	:	২০/১০/২০২০ খ্রি.
সময়	:	বেলা ১০.৩০ মি.
সভার মাধ্যম	:	zoom অ্যাপের মাধ্যমে
সভায় উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি zoom অ্যাপের মাধ্যমে সংযুক্ত সকল সদস্যকে এবং সভায় নতুন সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তারপর গত ১৭.০৮.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং তাতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ় করা হয়। অতঃপর গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এ বিভাগাধীন সকল বিভাগীয় দপ্তরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি বিভাগে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্য কোন দপ্তর/সংস্থা/বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন হলে তা সভাকে অবহিত করার অনুরোধ জানান। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি-১: বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ময়মনসিংহ		
পরিচালক, বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা, ময়মনসিংহ এর প্রতিনিধি জানান, বিভাগে সেপ্টেম্বর ২০২০ মাস পর্যন্ত মোট সক্ষম দম্পত্তির সংখ্যা ২২,৮৪,০৩৬ জন যার মধ্যে পদ্ধতি গ্রহণকারীর মোট সংখ্যা ১৮,১০,২২১ জন। পদ্ধতি গ্রহণের হার ৭৯.২৬%। স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা পুরুষ ৩৫ জন, মহিলা ২৯৭ জন। স্বাভাবিক ডেলিভারি ২৪৩৮ জন, সিজারিয়ান ১৯৩৬ জন, বাড়িতে ডেলিভারি ৪২৪৯ জন। ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান। তাছাড়া, গত ১১ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখে সকলের সার্বিক সহযোগিতায় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়েছে। সভাপতি গর্ভবতী মায়েদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ডেলিভারির ওপর গুরত্বারোপ করেন এবং গর্ভবতী মায়েদের তালিকা তৈরি করে তাদের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীর মোবাইল নম্বর সরবরাহ ও EDD (Expecting Delivery Date) জানিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন, COVID- 19 কালে সাধারণভাবে গর্ভবর্তী	১. পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণ বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ২. দুর-দূরান্তের গ্রামের মায়েদের ডেলিভারির সময় যানবাহন সমস্যা দূরীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৩. COVID- 19 বিষয়ে গর্ভবর্তী মহিলাদেরকে সচেতন ও সতর্কতামূলক কার্যক্রম চালাতে হবে।	পরিচালক, বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ময়মনসিংহ

মহিলারা অধিকতর রোগ সংবেদনশীল (disease susceptible) রয়েছেন। এ বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করতে হবে।		
২. শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ		
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ সার্কেল জানান, উন্নয়ন বাজেটের আওতায় 'বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প' এর আওতায় ময়মনসিংহ জেলায় ১১০টি, জামালপুর জেলায় ৫০ টি, শেরপুর জেলায় ৩০টি এবং নেত্রকোণা জেলায় ৫০টির কাজ চলমান আছে। " নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলায় ১১০টি, জামালপুর জেলায় ৪৮টি, শেরপুর জেলায় ৩০টি এবং নেত্রকোণা জেলায় ৫০টি ৪ তলা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। "নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন" এর আওতায় ময়মনসিংহ জেলায় ৬৬টি, জামালপুর জেলায় ৩০টি, শেরপুর জেলায় ১৮টি এবং নেত্রকোণা জেলায় ৩০টি ৪ তলা ভবনের কাজ চলমান আছে। তিনি আরো বলেন, টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন (টিএসসি) এর আওতায় এ বিভাগে ৪টি জেলায় ০৫টি উপজেলায় ৬তলা ভবনের কাজ চলমান আছে। নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌতঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জামালপুর জেলায় ৪৮টি, শেরপুর জেলায় ৩০টি এবং নেত্রকোণা জেলায় ৫০টি ৪ তলা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টের ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলায় ১৯টি, জামালপুর জেলায় ১১টি, শেরপুর জেলায় ০৭টি এবং নেত্রকোণা জেলায় ১৩টি ৪তলা ভবনের কাজ চলমান আছে।	১. চলমান সকল প্রকল্পের কাজের গুণগতমান ঠিক রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করেতে হবে। ২. যেসকল মাদ্রাসায় উন্নয়নমূলক কাজ চলমান আছে তার কাজের অগ্রগতি বাড়াতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।
৩. বিভাগীয় সমবায় অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ		
যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ জানান, এ বিভাগে তাঁর কার্যালয়ের আওতায় মোট ৯৩টি আশ্রয়ণ প্রকল্প রয়েছে যাতে ৮৮০টি ব্যারাক, ৬৮২টি খালি ঘর, ৬,৮৯৫টি পুনর্বাসিত পরিবার রয়েছে। প্রকল্পে সেপ্টেম্বর'২০ পর্যন্ত ৭,৮০,৪৩,৫০০ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত অর্থ হতে সেপ্টেম্বর'২০ পর্যন্ত ১৪,২৫,৪৯,৬৭১ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ৭,০৬,৭৯,৯৪৯ টাকা আদায় হয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন প্রকল্পে উন্নত জাতের গাভী বিতরণ করা হয়েছে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল ও ফুলবাড়িয়া, জামালপুর জেলার সদর ও মাদারগঞ্জ	১. সমবায় সমিতিসমূহের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা-সহ তারা যেন স্বাবলম্বী হতে পারে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২. সমবায় বিভাগের প্রতিটি সমিতিতে অনুষ্ঠিতব্য সভায় সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ-সহ সরকারের ম্যাসেজসমূহ অবহিতকরণ অব্যাহত রাখা এবং সমিতির সদস্যদের মাধ্যমে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালাতে হবে।	যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

এবং শেরপুর জেলার সদর, নকলা ও শ্রীবর্দী উপজেলায়। সমবায় সমিতির সদস্যদের স্বাবলম্বী করা এবং কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি সমবায় বিভাগের প্রতিটি সমিতিতে অনুষ্ঠিতব্য সভায় সরকারের বিভিন্ন ম্যাসেজসমূহ অবহিতকরণ এবং সমিতির সভায় ডেঙ্গু, গুজব, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সোসাল ডিসটেন্সিং, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-সহ সচেতনতামূলক আলোচনা করার নিমিত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করার অনুরোধ জানান।		
৪. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ		
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল,ময়মনসিংহ জানান , ময়মনসিংহ বিভাগে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন উপজেলায় ওয়ার্ড পর্যায়ে ৮৪৭ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে ৩৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ/পুন:নির্মাণ হচ্ছে এবং জাইকা অর্থায়নে ৩৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের কাজ চলমান। ময়মনসিংহ বিভাগের ৮ টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৫ টি প্যাকেজের কাজ চলমান এবং জাইকার ৯ টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪ টি প্যাকেজের কাজ চলমান। ময়মনসিংহ বিভাগে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন উপজেলায় ওয়ার্ড পর্যায়ে ৯৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ/পুন:নির্মাণ হচ্ছে। কাজ চলমান।	১. গৃহীত প্রকল্পসমূহের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুণগতমান বজায় রেখে সম্পন্ন করা এবং চলমান প্রকল্পসমূহ নিবিড়ভাবে মনিটরিং করতে হবে। ২. এ বিভাগের যে সকল কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ চলমান তা গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
০৫. পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ		
পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জানান, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন, অভিযোগ শুনানি, ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম চলমান আছে। গত সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে ময়মনসিংহ বিভাগে পরিবেশ আইনে নিষিদ্ধ পলিথিন এর বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ ২৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন। ২,০৫,০০০ (দুই লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ১৩২.৩০৮ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। ময়মনসিংহ বিভাগে ইটিপি স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ৭০টি। প্রতিমাসে ইটিপি মনিটরিং করা হয়। ময়মনসিংহ বিভাগে মোট ইটভাটা ৫৩৭টি। ফিক্সড চিমনী ১৪০টি। তার মধ্যে উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত ইটভাটা ৩৭৬টি এবং আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটা ১৩টি। উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক প্রযুক্তি রূপান্তরিত হার ৭২.৪৩%। সভাপতি পরিবেশের ছাড়পত্র পেতে যাতে ভোগান্তির শিকার হতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা-সহ পরিচালককে পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান।	১. ময়মনসিংহ বিভাগকে নিষিদ্ধ পলিথিন-সহ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিষয় নিয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২. পরিবেশের ছাড়পত্র পেতে কেউ যাতে হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ৩. ইটের ভাটাগুলোকে উন্নত প্রযক্তিতে রুপান্তর কার্যক্রম মনিটর করে দ্রুত তা সম্পন্ন করতে ইটভাটার মালিকদেরকে তাগিদ দিতে হবে। ৪. শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে পরিবেশে বান্ধব হিসেবে তাদের উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে সে বিষয়ে তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ময়মনসিংহ।

৬. আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ময়মনসিংহ		
উপপরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ময়মনসিংহ জানান, পাসপোর্ট কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে পাসপোর্ট আবেদনপত্রের সংখ্যা ২২৮০টি, অনুমোদনকৃত পাসপোর্টের সংখ্যা ৪৩৮৫টি, রাজস্ব আয় হয়েছে ১০১,৩৯,৬২৬ টাকা।	১. পাসপোর্ট প্রত্যাশীগণ যাতে হয়রানি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। **২. ই-পাসপোর্ট রুপান্তর কার্যক্রম বিষয়ে সেবা প্রদান ত্বরান্বিত করতে হবে।**	উপপরিচালক আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ময়মনসিংহ
০৭. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ময়মনসিংহ		
উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ময়মনসিংহ জানান, এ বিভাগের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর বিভাগীয় দপ্তর ও বিভাগীয় ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের জন্য ময়মনসিংহ সদর উপজেলাধীন বারেরা মৌজায় ০৫ (পাচঁ) একর করে মোট ১০ (দশ) একর নির্বাচিত জমি ০৪ ধারা নোটিশ প্রদানপূর্বক যৌথ পরিদর্শন করা হয়েছে এবং বাজেট প্রদানের জন্য মহাপরিচালক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চালুকৃত ফায়ার স্টেশন ২৯টি, নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশন ০৫টি, জমি অধিগ্রহণকৃত ফায়ার স্টেশন ০১টি, সর্বমোট ফায়ার স্টেশন ৪৩টি। নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণ হলেও হস্তান্তর না করায় চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই উক্ত ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি হস্তান্তর করার জন্য গণপূর্ত বিভাগের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। সভায় ময়মনসিংহ শহরে সাম্প্রতিককালে নির্মিত সুউচ্চ ভবনের অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা হয়। জেলাপ্রশাসক নেত্রকোণা জানান, অত্র অঞ্চলে প্রায়ই নৌদূর্ঘটনা ঘটে থাকে, কিন্তু কোন ডুবুরি না থাকায় ব্যাপক প্রাণহানি হয়ে থাকে। তাই অত্র অঞ্চলে ডুবুরি পদ সৃষ্টি করা দরকার। তা ছাড়া নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা ও কেন্দুয়া উপজেলার ফায়ার সার্ভিস ভবনগুলো একবারে জরাজীর্ণ ও অকোজো হয়ে গেছে উক্ত উপজেলা ভবনগুলো এবং ফায়ার সার্ভিসের প্রায় অফিসের আস্তরণ ও রং করানোর বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, ময়মনসিংহ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	১. বিভাগাধীন সুউচ্চ ভবনের অগ্নিনিরাপত্তার জন্য ফায়ার এক্সটিনগুইজার সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা-সহ এটির ব্যবহার সর্ম্পকে সকলকে জানাতে হবে এবং নিয়মিত চেক করতে হবে। ২. বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা এবং লিফট, জেনারেটর-সহ সকল প্রকার নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৩. নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি হস্তান্তরের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৪. নির্মানাধীন ভবনে যাতে বজ্র নিরোধক ব্যবস্থা থাকে সে বিষয়ে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, ময়মনসিংহ ও উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ময়মনসিংহ।
০৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ময়মনসিংহ		
উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ময়মনসিংহ জানান, করোনা ভাইরাস (কোভিট-১৯) এর কারণে সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বিভাগাধীন জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইন শ্রেণী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং জোরদার করা হয়েছ। এছাড়াও সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন এর মাধ্যমে প্রচারিত শ্রেণি	১. কোভিড-১৯ এর কারণে ক্লাস বন্ধ থাকার ক্ষতি কাটানোর জন্য অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে।	উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ময়মনসিংহ

কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। বিভাগাধীন উপজেলাভিত্তিক সকল প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, মাদরাসা) চলমান অনলাইন শ্রেণী কার্যক্রমে সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের জন্য অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণের মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে অবহিত করা হয়েছে। তাছাড়া জেলা ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য অত্র অঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে । সভাপতি কোভিডের কারণে ক্লাশ বন্ধ থাকার ক্ষতি ছাত্র-ছাত্রীগণ কাটিয়ে ওঠার জন্য অনলাইনে ক্লাশ নেয়ার বিষয়টি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করার ওপর গুরুত্বরোপ করেন।	২. অন-লাইন শিক্ষা কার্যক্রমে যাতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
০৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ময়মনসিংহ		
পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ময়মনসিংহ জানায়, ময়মনসিংহ জেলার ১৪টি মডেল মসজিদ এর মধ্যে কাজ ০৯টি, নেত্রকোণা জেলার ১১টি মডেল মসজিদের মধ্যে কাজ চালু আছে ১০টি, জামালপুর জেলার ০৮ টি মডেল মসজিদের মধ্যে কাজ চালু আছে ০৭টি এবং শেরপুর জেলার ০৬ মডেল মসজিদের মধ্যে কাজ চালু আছে ০৩টি। তা ছাড়া মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার্থে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে মসজিদে ইমামগণ কর্তৃক জুমার নামাজের খুৎবার পূর্বে ও পরে মুসল্লীদের সচেতন করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সভাপতি মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার্থে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মসজিদে ইমামগণ কর্তৃক জুমার নামাজের খুৎবার পূর্বে ও পরে মুসল্লীদের সচেতন করার কার্যক্রম অব্যাহত রখার অনুরোধ জানান।	১. প্রতিটি উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রেখে গৃহীত প্রকল্পসমূহের কাজ সম্পন্ন করা এবং চলমান প্রকল্পসমূহ নিবিড়ভাবে মনিটরিং করতে হবে। ২. কর্মকর্তাগণ ভিন্ন ভিন্ন মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করার মাধ্যমে ঈমামদের বাল্য-বিবাহ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় করোনাকালিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে মসজিদে সচেতনতামূলক বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন এবং নিজেরাও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এ ধরনের বক্তব্য দিবেন।	পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ময়মনসিংহ।
১০. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ		
পরিচালক (স্বাস্থ্য), ময়মনসিংহ বিভাগের সামগ্রিক কোভিড পরিস্থিতি সভায় উপস্থাপন করে বলেন, বিভাগে আজ পর্যন্ত মোট ৬৬০৫ জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে ৬১৫৫ জন সুস্থ হয়েছে, ৭৭ জন মৃত্যুবরণ করেছে। করোনাভাইরাস প্রতিরোধের জন্য স্থলবন্দরে ৩টি মেডিকেল টিম এবং আইসোলেসন ওয়ার্ড প্রস্তুত রয়েছে। করোনা আক্রান্ত রোগীদের নমুনা পরীক্ষার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ০৩টি পিসিআর মেশিন আছে, তারমধ্যে ০২টি মেশিনের মাধ্যমে বর্তমানে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কলেজ হাসপাতালের নতুন ভবনের ৫ম তলা হতে ৮ম তলাকে	১. করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনার আলোকে জনগণকে সচেতন করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২. এডিস মশার বংশবিস্তার রোধ এবং ডেঙ্গু জ্বর বিষয়ে সমাজের সকল স্তরের জনগণকে সচেতন করতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ৩. করোনা নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম অধিকতর জোরদার করতে হবে এবং নমুনা পরীক্ষার ফলাফল দ্রুত সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক (স্বাস্থ্য), ময়মনসিংহ বিভাগ ময়মনসিংহ।

করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। করোনা প্রতিরোধে অঞ্চলভিত্তিক আক্রান্তের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে সবুজ, হলুদ ও রেড জোন ঘোষণার ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে। এ ব্যাপারে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ সময়ে এডিস মশার বংশবিস্তার ও ডেংগুজ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় বিধায় এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায় থেকে শুরু করে সকল স্তরে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি এডিস মশার বংশবিস্তার ও ডেঙ্গু জ্বর বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং সেবাদাতাদের নাম ও মোবাইল নম্বর যাতে সহজে পেতে পারেন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরিচালক (স্বাস্থ্য), ময়মনসিংহকে অনুরোধ করেন।		
<u>১১. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ</u>		
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাপাউবো, পওর সার্কেল, ময়মনসিংহ তাঁর বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত বড় কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, **নেত্রকোণা জেলা মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদা বাধেঁর ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প** এর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। তবে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪৯৯১.৮৫ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ- ৮০০.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি- ৭২.০০%। **ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চর আলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ** সকল প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৯৭.০০ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ২৭.০০%। **"নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার ডিংগাপোতা হাওরের অভ্যন্তরে খাল পুনঃখনন ও ফসল পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক"** প্রকল্পটি গত ১৬/০৭/২০২০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পটি সম্পূর্ন জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৫৪.৫৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। ডিপিপিভূক্ত ১১ টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।	১. পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বড় প্রকল্পসমূহ গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২. নদীর তীরবর্তী বাধঁগুলো যাতে ভাঙন কবলিত না হয় সে বিষয়ে সর্তক থাকতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ।

"জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন পাকেরদহ ও বালিজুরি এবং বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন জামতল এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা" প্রকল্পটি গত ১০/০৩/২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল এপ্রিল ২০২০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৮৪৭২.২৪ লক্ষ টাকা। সভাপতি বলেন, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র নদ তীরবর্তী গ্রামগুলোতে ভাঙনের কারণে অনেক মানুষ গৃহহীন ও ভূমিহীন হয়ে পড়ে। তিনি নদীভাঙন রোধ-সহ, নদী তীরবর্তী বাধঁসমূহ রক্ষায় সতর্কতা ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ জানান।		
১২. বিভাগীয় মৎস্য অফিস, ময়মনসিংহ		
উপপরিচালক, বিভাগীয় মৎস্য অফিস, ময়মনসিংহ জানান, স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সকল জেলা ও উপজেলায় মৎস্য খাদ্য, মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নকল্পে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে মৎস্য হ্যাচারি আইনের আওতায় ২টি মোবাইল কোর্ট, ১২টি অভিযান; মৎস্য ও পশুখাদ্য আইনের আওতায় ৩টি মোবাইল কোর্ট, ১৬টি অভিযান; মৎস্য সংরক্ষণ আইনের আওতায় ০৫টি মোবাইল কোর্ট, ৫৯টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মাছে ফরমালিন রয়েছে কি না এ বিষয়ে মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার ২৫টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তা ছাড়া, মৎস্য চাষীদের প্রণোদনা প্রদানের উদ্দেশ্যে মৎস্য অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৯২৯৪৮ জন মৎস্য চাষী, ১৬৬২ টি নার্সারি এবং ২৪৯টি হ্যাচারির প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। সভাপতি বিভাগের সকল জেলায় মৎস্য খাদ্য, মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নকল্পে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।	১. বিভাগাধীন সকল জেলায় মৎস্য খাদ্য, মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নকল্পে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২. বর্তমানে চলমান জাতীয়ভাবে পরিচালিত মা-ইলিশ রক্ষাকল্পে গৃহিত পদক্ষেপ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. জেলাপ্রশাসক (সকল)। ২. উপপরিচালক, বিভাগীয় মৎস্য অফিস, ময়মনসিংহ।
১৩. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ		
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জানান, ময়মনসিংহ জেলায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট স্কিমের সংখ্যা ৪১টি ও প্রকল্পের সংখ্যা ৩৭৮৪টি। অত্র বিভাগের বিভিন্ন জেলায় বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত স্কিমের তালিকা প্রস্তুতির কাজ এবং প্রকল্প অনুমোদনের কাজ চলমান রয়েছে। স্থানীয় সরকার	১. চলমান অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে। ২. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এবং বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহে	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ

প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প জুন ২০২০ এ শেষ হবার কথা থাকলেও বাস্তব অগ্রগতি খুবই কম। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জানান, ইতোমধ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২.০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে একটি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের প্রস্তাব-সহ ২ বছর সময় বাড়ানোর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নেত্রকোণা-দূর্গাপুর-কলমাকান্দা রাস্তার কাজ আগামী ডিসেম্বর ২০২০ এ শেষ করা হবে। তা ছাড়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, কালভার্ট এর তালিকা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ কর্তক বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের গুণগতমান ঠিক রেখে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।	রাস্তার স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে।	
১৪. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ		
উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জানান, সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে পরিদর্শন: ২৩১টি (কারখানা ১৮৭টি, প্রতিষ্ঠান-দোকান ১৮টি, নতুন লাইসেন্স প্রদান ২৯টি, লাইসেন্স নবায়ন ২৭২টি ও রাজস্ব আদায় ৩,৪৬,৪৮৮ টাকা, অভিযোগ নিষ্পত্তি ২০টি)। মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রম: ০৬টি কারখানার ২৫ জন নারী শ্রমিক-সহ মোট ৭,২৮,১৬৪ টাকার মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা গ্রহণ করেন। সভাপতি কারখানাসমূহে যাতে শিশু শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে বলে মতপ্রকাশ করেন।	১. বিভাগাধীন সকল কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন এবং শিশু শ্রমিক দিয়ে যাতে কাজ করাতে না পারে তার জন্য পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। ২. বিভাগাধীন কলকারখানাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক সেখানে পরিবেশের ক্ষতিকর বর্জ ব্যবস্থাপনা, শ্রম-অধিকার, উৎপাদন পরিবেশ যাচাই করতে হবে এবং নিয়মিত প্রতিবেদন প্রদানসহ প্রয়োজনিয় ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ
১৫. সমাজসেবা অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ		
পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বলেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন ০৪ জেলায় সকল প্রকার ভাতা বিতরণ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরের নির্দেশনা মোতাবেক G2P পদ্ধতিতে শতভাগ ভাতা বিতরণের লক্ষ্যে ০৪ জেলায় ডাটা ভ্যালিডেশন ও ডাটা এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে। এতে করে ভাতা বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। তা ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের আওতায় ১০০টি উপজেলা এর মধ্যে এ বিভাগের ২১টি উপজেলায় শতভাগ বয়স্ক ভাতা বিতরণ কার্যক্রম চালু করা হবে।	কোভিড-১৯ এর কারণে যেন স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ প্রকৃত উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ এবং সকল প্রকার ভাতা বিতরণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	১. জেলাপ্রশাসক (সকল) ২. পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ

সভাপতি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী বিতরণ করতে পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ময়মনসিংহকে অনুরোধ করেন।		
১৬. সড়ক ও জনপথ বিভাগ, ময়মনসিংহ		
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ সার্কেল, ময়মনসিংহ জানান, জামালপুর-মাদারগঞ্জ সড়ক প্রশস্থকরণ ও মজবুতীকরণ (০১/০৯/২০১৪-৩০/০৬/২০২০) (৩য় সংশোধনী) প্রকল্পটিতে ৮টি এলএ কেসের মাধ্যমে ৫.৫১৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে। ৮টি এল.এ.কেসের মধ্যে এল.এ. কেস নং-০৮/২০১৭-২০১৮ এবং ২২/২০১৬-১৭ এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি এল,এ, কেসের চুড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। নেত্রকোণা সড়ক বিভাগাধীন শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়কে মোট ৫টি প্যাকেজের কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে ৪টি প্যাকেজের প্রায় ৩৫ কি.মি. বাস্তব কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি প্যাকেজের কাজ ভূমি অধিগ্রহন কার্যক্রম সমাপ্ত না হওয়ায় ঠিকাদার কর্তৃক ওয়েস্কেল স্থাপনের জন্য বিল্ডিং নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৮০.০০ কোটি এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২.০০ কোটিসহ মোট ৮২.০০ কোটি টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহনের প্রস্তাব ০৮/০৩/২০১৭ তারিখে জেলাপ্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়।জামালপুর-চেচুয়া-মুক্তাগাছা সড়কে মোট ৪টি প্যাকেজের মধ্যে ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগাধীন ১টি প্যাকেজ এবং জামালপুর সড়ক বিভাগাধীন ৩টি প্যাকেজের কাজ গুণগত মান বজায় রেখে চলমান আছে। ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রায় ১৫২.০০ কোটি টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে ৭টি এল.এ.কেসের মাধ্যমে ৬৪.২২০ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ০৪/০৯/১৮, ১৯/০৭/১৮, ১৪/০১/১৯ এবং ২৯/০৪/১৯ তারিখে প্রস্তাব জেলাপ্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়। ৭টি এল.এ.কেসের মধ্যে ১টি এল.এ.কেসের চুড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া গেছে এবং ৫টি এল.এ.কেসের চুড়ান্ত প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জেলাপ্রশাসক, নেত্রকোণা মদনের বালুর ব্রিজটি জরুরিভিত্তিতে কাজ সম্পন্ন করার এবং পূর্বধলা বেলি ব্রিজটির মেরামতের জন্য যথাযথ ব্যবস্থ্য নিতে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ সার্কেল, ময়মনসিংহ **এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।**	১. যে সকল উন্নয়ন কাজে ভূমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ২. এল এ কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ৩. নেত্রকোণা-দুর্গাপুর-কলমাকান্দা রাস্তাটি সংস্কার/মেরামতের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৪. ময়মনসিংহ বিভাগাধীন চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে।	১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ সার্কেল, ময়মনসিংহ। **ও** ২. জেলাপ্রশাসক (সকল)

১৭. গণপূর্ত জোন, ময়মনসিংহ		
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, ময়মনসিংহ বলেন, বিভাগীয় সদর দপ্তর নির্মাণের কাজ শুর করা হয়েছে এবং অতিদ্রুত DPP ও TAPP প্রনয়ন করা হবে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ এ বিভাগের ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা, নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ এবং জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলায় মোট ০৩টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করা হবে। গণপূর্ত বিভাগের আওতাধীন **ময়মনসিংহ জেলায়** গুরুত্বপূর্ণ ১০টি প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। এর মধ্যে জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এর ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। ধোবাউড়া সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস হস্তান্তর করা হয়েছে। **নেত্রকোণা জেলায়** ০৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মধ্যে ০৩টি কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে এবং ০২টির কাজ চলমান রয়েছে। **জামালপুর জেলায়** ১০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মধ্যে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ এর ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে, জামালপুর সদর মডেল মসজিদের ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। **শেরপুর জেলায়** ০৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মধ্যে শেরপুর জেলা সার্কিট হাউজ উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ প্রায় সমাপ্ত এবং হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন। শেরপুর জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের জমি পাওয়া গিয়েছে এবং ঠিকাদারকে কাজ শুরু করতে চিঠি দেয়া হয়েছে। সভাপতি বলেন, ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপনের লক্ষ্যে অধিগৃহিতব্য জমির প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। এ প্রেক্ষিতে জরুরী ভিত্তিতে DPP এবং TAPP প্রনয়ন করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। সভাপতি দ্রুত DPP এবং TAPP প্রনয়ন বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে তাগিদ প্রদান	১. বিভাগাধীন সরকারি ভবনসমূহের মেরামত কাজ-সহ চলমান অর্থবছরে গৃহীত সকল প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে হবে। ২. ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য DPP আগামী সভার পূর্বেই প্রনয়ন করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, ময়মনসিংহ
১৮. বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, ময়মনসিংহ		
যুগ্মপরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, ময়মনসিংহ জানান, জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ এর প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে 'জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১' এর কার্যক্রম কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের আলোকে শুরু হবে । জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপ ২০২০ প্রকল্প কর্তৃক খানা তালিকা ও ম্যাপিং কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলমান আছে। মাসিক মূল্য ও মজুরি এবং কৃষি মজুরির হার জরিপ এর তথ্য সংগ্রহপূর্বক ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। আগস্ট ২০২০ মাসের নির্ধারিত কৃষি পরিসংখ্যান এর তথ্য সংগ্রহপূর্বক ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে।	১. চলমান শুমারিসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ২. গণনাকারী নিয়োগে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	যুগ্মপরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, ময়মনসিংহ

স্থানীয় মহিলা রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে মনিটরিং দি সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (এমএসভিএস) এর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে।		
১৯. বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অফিস, ময়মনসিংহ		
উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অফিস, ময়মনসিংহ জানান, উদ্ভুত করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতে বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ কর্তৃক পূর্বের ন্যায় সকল কার্যক্রম চলমান। করোনা পরিস্থিতে জনগণের আমিষের চাহিদা তথা দুধ,ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয় চলমান। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে গবাদিপশুর Lumpy Skin Disease (LSD) রোগ নিয়ন্ত্রণে টিকাপ্রদান ও চিকিৎসা কার্যক্রম চলমান। গবাদিপশুর Lumpy Skin Disease (LSD) এ পর্যন্ত আক্রান্ত ২২৯৫০, চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে ২২৯৫০, টিকা প্রদান করা হয়েছে ২১৩৭০০ এবং সুস্থ হয়েছে ২২৭৪৩। বর্তমান সময়ে প্রার্কতিক দূর্যোগ তথা বন্যা পরিস্থিতি প্রাণিসম্পদ সেক্টরের বেশ ক্ষয়ক্ষতি করেছে। আকস্মিক বন্যায় এ পর্যন্ত ১৫৬০টি হাঁস ও ৫৬২ টি মুরগি ভেসে গিয়েছে। বন্যার ক্ষতি নিরসনে ৫৫৪৪৬টি গবাদিপশু ও ২৭৫১৪৭ টি হাঁস-মুরগিকে প্রয়োজনীয় টিকা এবং ৬৫৯১৮টি গবাদিপশু ও ৩৭২৯০৫ টি হাঁস-মুরগিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। তিনি প্রাণি সম্পদ বিভাগের প্রণোদনার বিষয়ে এ বিভাগের জেলাপ্রশাসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	১. পর্যাপ্ত টিকাবীজ মজুদ রাখতে হবে। গো-খাদ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে। ২. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির প্রতিষেধক টিকাবীজ এর সঠিক ব্যবহার করতে হবে। ৩. গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর খাদ্য, ফিড মিল ও ঔষধের দোকানে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অফিস, ময়মনসিংহ
২০. ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন (মসিক), ময়মনসিংহ		
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মসিক ময়মনসিংহ জানান, UGIIP-III প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের (Phase-II) প্রথম ধাপে বাস্তবায়নাধীন ৫ (পাচঁ) টি প্যাকেজের মধ্যে ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে এবং ৩ (তিন) টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে যার গড় অগ্রগতি ৮৬%। ২য় ধাপে সড়ক ও ড্রেনেজ অবকাঠামোর ২টি এবং পানি সরবরাহের ১টি মোট ৩ (তিন)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে যার গড় অগ্রগতি ৬২%। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের কারিগরি এবং UGIIP-III প্রকল্পের কনসালট্যান্ট এর সার্বক্ষণিক তদারকির মাধ্যমে গুণগতমান বজায় রেখে কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	১. ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের কারিগরি কর্মকর্তাগণ এবং UGIIP-III প্রকল্পের কনসালট্যান্ট এর সার্বক্ষণিক তদারকির মাধ্যমে গুণগতমান বজায় রেখে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। ২. এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সিটি করপোরেশন এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ জোরদার করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করা হবে। মশক নিয়ন্ত্রণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং কীটনাশক দ্বারা, স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত স্প্রে করা হচ্ছে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রাস্তার দুই পার্শ্বে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।		
২১. বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ		
প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ জানান, ময়মনসিংহ বিভাগের ৩টি জেলায় মোট ৯টি বিক্রয় ও বিতরণ এবং ৯টি আবাসিক প্রকৌশলী(সহঃপ্রকৌঃ) এর দপ্তর আছে। ২০টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ও ১টি ৩৩ কেভি সুইচিং উপকেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৫,১৬,৫৮৯ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় এবং গ্রীষ্ম ও সেচ মৌসুমে সর্বোচ্চ লোডের চাহিদা ২৭৫ প্রায় মে.ও. প্রায়। ৩৩ কেভি ব্রেকার, পিসিএম প্যানেল, ৩৩ কেভি লাইন নির্মাণ ও রিনোভেশন কাজ চলমান আছে। ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ১১ কেভি প্যানেল, ব্রেকার স্থাপন কাজ সমাপ্ত। ময়মনসিংহ বিভাগের ৩টি জেলায় বিউবো'র আওতাধীন ভোগলিক এলাকায় ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ, পদ্ধতিগত উন্নয়ন, রিনোভেশন এবং বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন কাজ চলমান।	ক. অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও খেলাপি গ্রাহকদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। খ. ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন-সহ সকল সরকারি দপ্তরের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল অতিদ্রুত পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ।
২২. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ		
অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ সভায় জানান, চলতি খরিপ-২ মৌসুমে অত্র বিভাগে ৬০২৫৬০ হে. (১০১%) রোপা আমন ধানের আবাদ অর্জিত হয়েছে। রোপা আমন ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রযুক্তি (আদর্শ বীজতলা, সঠিক বয়সের চারা, সারিতে রোপন, সুষম সার ব্যবহার, গুটি ইউরিয়া ব্যবহার, পার্চিং, জৈব সার, লোগো পদ্ধতি, এলসিসি, আলোক ফাঁদ) ব্যহারের জন্য কৃষকদের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগে চলতি অক্টোবর মাসে ক) ইউরিয়া সারের বরাদ্দ-১০১১৫ মে. টন, কৃষক পর্যায়ে বিতরণ-৪০৮৮ মে.টন, ডিলারের নিকট মজুদ-১৪৫৭৪ মে.টন। খ) টিএসপি সারের বরাদ্দ-২৫৪৭ মে.টন, কৃষক পর্যায়ে বিতরণ-৪৫২ মে.টন, ডিলারের নিকট মজুদ-২৬৪৮ মে.টন। গ) ডিএপি সারের বরাদ্দ-৮১৩২ মে.টন, কৃষক পর্যায়ে বিতরণ-১০৩৯ মে.টন, ডিলারের নিকট মজুদ-৪৪২২ মে.টন।	১. লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদন নিশ্চিত করতে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ব্যাপারে কৃষকদের পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। ২. ডিলারের মাধ্যমে বিধি মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে সার উত্তোলন এবং সার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তদারকি বাড়াতে হবে। ৩. কৃষি বিষয়ক প্রণোদনা সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত ভুক্ত-ভোগীদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চল

ঘ) এমওপি সারের বরাদ্দ-৬৩৮৬ মে.টন, কৃষক পর্যায়ে বিতরণ-৯৯৯ মে.টন, ডিলারের নিকট মজুদ-৩৭৯১ মে.টন। অন্যান্য সারের মজুদও পর্যাপ্ত আছে। সভাপতি বলেন, ডিলারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে সার উত্তোলন এবং সার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।		
২৩. বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা, ময়মনসিংহ		
উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা, ময়মনসিংহ জানান, কোভিড-১৯ এর কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিশুরা ঘরে বসেই সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে সকাল: ৯.০০টা থেকে ১১.০০টা পর্যন্ত ‘‘ঘরে বসে শিখি” কার্যক্রম এবং FM রেডিও এর মাধ্যমে বিকাল: ৪.০৫ থেকে ৪.৫৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারে শ্রেণি কার্যক্রম অংশগ্রহণ করছে এবং বাড়ির কাজ খাতায় লিখে রাখছে ও সেগুলি তৈরি করে রাখছে। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকগণও এই পাঠদান কার্যক্রম দেখছেন এবং বাড়ির কাজ নিজেদের খাতায় লিখে রাখছেন, যেন বিদ্যালয় খুললে বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করা যায়। শিক্ষকদের মাধ্যমে Online Class চলছে। কোভিড-১৯ এর কারণে তাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা করা হচ্ছে। সকল শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের আলোচনা, পরামর্শ রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। সপ্তাহ শেষে অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আলোচনা ও এ সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেয়া হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে Online Class চালু হয়েছে। যে সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না তার জন্য FM রেডিও এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের পড়াশোনার খোঁজখবর নেয়ার জন্য অত্র বিভাগের ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মাসিক সমন্বয় সভায় সকল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণের মাধ্যমে মুঠোফোনে যোগাযোগ নিয়মিত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহ পূর্বক একত্রিত করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	১. ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইন ক্লাসের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত থাকার বিষয়টি মনিটর করতে হবে। ২. অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাসে সংযুক্ত থাকতে পারে এবং পাশাপাশি শরীরচর্চা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।	উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা, ময়মনসিংহ।

২৪. বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ), ময়মনসিংহ		
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ), বিএডিসি, ময়মনসিংহ আজকের সভায় সংযুক্ত হতে না পারায় **তাঁর দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয় নি।**	আগামী সভায় সংযুক্ত হওয়া/ **অংশগ্রহণ করে** তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম সর্ম্পকে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ) ময়মনসিংহ

পরিশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশকে সুখী-সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সকলের সহযোগিতা কামনা করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২২/১০/২০২০

(মোঃ কামরুল হাসান *এনডিসি*)
বিভাগীয় কমিশনার
ময়মনসিংহ
ফোন:+৮৮-০৯১-৬১৪৪৪ (অফিস)
ই-মেইল: divcommymensingh@mopa.gov.bd

স্মারক: ০৫.৪৫.৬১০০.০১২.০৬.০০১.১৭-৩৭৬

তারিখ: ০৬ কার্তিক ১৪২৭
২২ অক্টোবর ২০২০

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

২. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ/সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪. সিনিয়র সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫. সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৬. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৯. সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১০. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১১. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২. সচিব, সাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৩. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৪. সচিব, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৫. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৬. সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।

১৮. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক/রাজস্ব) ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।

১৯. জেলাপ্রশাসক, ময়মনসিংহ/ নেত্রকোণা/জামালপুর/ শেরপুর।

২০. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলাপরিষদ, ময়মনসিংহ/ নেত্রকোণা/জামালপুর/ শেরপুর।

২১. অফিস কপি।

Rupam 22/10/2020
(রুপম দাস)
সিনিয়র সহকারী কমিশনার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
ময়মনসিংহ।

বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়): পরিশিষ্ট-'ক'।

ক্রম	সভার সদস্যবৃন্দ	সংযুক্ত সদস্যবৃন্দ	সংযুক্ত প্রতিনিধিবৃন্দ	অসংযুক্ত সদস্যবৃন্দ (অনুমতিক্রমে)	অসংযুক্ত সদস্যবৃন্দ (অনুমতি ব্যতীত)
১.	পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	--	সংযুক্ত	--	--
২.	ডিআইজি, ময়মনসিংহ রেঞ্জ, ময়মনসিংহ।	--	সংযুক্ত	--	--
৩.	পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।	-	--	--	সংযুক্ত নয়
৪.	সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
৫.	জেলাপ্রশাসক, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
৬.	জেলাপ্রশাসক, নেত্রকোণা।	সংযুক্ত	--	--	--
৭.	জেলাপ্রশাসক, জামালপুর।	সংযুক্ত	--	--	--
৮.	জেলাপ্রশাসক, শেরপুর।	সংযুক্ত			
৯.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	-	--	--
১০.	উপপরিচালক. দুর্নীতি দমন কমিশন, ময়মনসিংহ।	--	--	সংযুক্ত নয়	--
১১.	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
১২.	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (PWD), ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
১৩.	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
	প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবি), ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--

১৪.					
১৫.	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
১৬.	পরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা, বাহিনীর রেঞ্জ কার্যালয়, ময়মনসিংহ।	-	-		সংযুক্ত নয়
১৭.	যুগ্মপরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
১৮.	উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
১৯.	উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
২০.	পরিচালক, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
২১.	পরিচালক (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
২২.	পরিচালক, বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা, ময়মনসিংহ।		সংযুক্ত	--	--
২৩.	আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ।	-	--	--	সংযুক্ত নয়
২৪.	অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।	--	সংযুক্ত	--	--
২৫.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলাপরিষদ, ময়মনসিংহ	--	--	--	সংযুক্ত নয়
২৬.	উপপরিচালক, বিভাগীয় মৎস্য অফিস, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	-	--	--
২৭.	উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
২৮.	উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, ময়মনসিংহ।	--	--	--	সংযুক্ত নয়
২৯.	সহকারী কার্যনির্বাহী, টিসিবি, আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ।	--	--	--	সংযুক্ত নয়
৩০.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
৩১.	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ।	--	--	--	সংযুক্ত নয়
৩২.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	-
৩৩.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএডিসি, ময়মনসিংহ।	--	--	--	সংযুক্ত নয়
৩৪.	উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অফিস, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
৩৫.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--

৩৬.	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
৩৭.	পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
৩৮.	উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
৩৯.	উপপরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
৪০.	ডেপুটি পোস্ট মাস্টার, জেনারেল ডাক বিভাগ, ময়মনসিংহ।	সংযুক্ত	--	--	--
৪১.	স্টেশন সুপার, ময়মনসিংহ।	--	--	--	সংযুক্ত নয়
৪২.	উপপরিচালক, বিভাগীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ	--	--	--	সংযুক্ত নয়
৪৩.	উপভূমি সংস্কার বোর্ড, ময়মনসিংহ।	--	--	--	সংযুক্ত নয়
৪৪.	উপমহাব্যবস্থাপক, বিটিসিএল, ময়মনসিংহ।	--	--	--	সংযুক্ত নয়